৫০১১৯

বাংলাদেশ ব্যাংক
(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।

কৃষি ঋণ বিভাগ

এসিডি সার্কুলার নং- ০৬

তারিখঃ ৩ আশ্বিন, ১৪২৯ / ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

লবণ চাষের জন্য চাষিদের অনুকূলে ৪% রেয়াতি সুদ হারে ঋণ বিতরণ প্রসঙ্গে।

এ বিভাগের ২৮/০৭/২০২২ তারিখের এসিডি সার্কুলার নং-০৪ এর মাধ্যমে জারিকৃত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি'র ৬.১৯.২ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত 'রেয়াতি সুদহারে লবণ চাষিদেরকে ঋণ প্রদান' শীর্ষক নির্দেশনার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে। এতদ্ব্যতীত, ০৮/০৯/২০১০ তারিখের এসিডি সার্কুলার নং-১৫ এবং ২৫/০১/২০১১ তারিখের এসিডি সার্কুলার লেটার নং-০১ এর মাধ্যমে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় লবণ চাষের জন্য ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষিসহ প্রকৃত লবণ চাষিদেরকে রেয়াতি (৪%) হার সুদে ঋণ প্রদানের বিষয়ে নির্দেশনা ও নিয়মাচার জারি করা হয়েছিল। এক্ষণে, উল্লিখিত এসিডি সার্কুলার নং-১৫/২০১০ ও এসিডি সার্কুলার লেটার নং-০১/২০১১ এ বর্ণিত নির্দেশনা ও নিয়মাচার রহিতকরণ পূর্বক নিম্নরূপ নির্দেশনা জারি করা হলোঃ

ক) এরিয়া এপ্রোচ ভিত্তিতে সমুদ্র উপকূলীয় যে সকল এলাকা লবণ চাষের উপযোগী, সে সকল এলাকায় লবণ চাষ মৌসুমে (সাধারণতঃ নভেম্বর মাস থেকে পরবর্তী বছরের মে মাস পর্যন্ত) লবণ চাষের জন্য উপরোক্ত রেয়াতি সুদ হার সুবিধা প্রযোজ্য হবে।

খ) প্রকৃত লবণ চাষিদের অনুকূলে লবণ চাষের জন্য একক/গ্রুপ ভিত্তিতে এতদ্সংযুক্ত ঋণ নিয়মাচার (পরিশিষ্ট-'ক') অনুযায়ী ঋণ বিতরণ করা যাবে।

গ) যে সকল লবণ চাষির জমির মালিকানা রয়েছে তাদের মালিকানার সপক্ষে দাখিলকৃত দলিলপত্র এবং প্রাথমিক জামানত হিসেবে উৎপাদিতব্য লবণ হাইপোথিকেশন-এর বিপরীতে উপরোক্ত ঋণ সুবিধা প্রদান করা যাবে। বর্গাচাষিদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জমির মালিক/স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তির প্রত্যয়নপত্র নিতে হবে। ১০ টাকা জমা গ্রহণপূর্বক খোলা একাউন্টধারী লবণচাষিদের সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে উক্ত একাউন্ট/কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড ব্যতীত পৃথক কোনো কাগজপত্রের প্রয়োজন হবে না।

ঘ) বিতরণকৃত ঋণের নির্ধারিত মেয়াদ শেষে কোনো ঋণ সম্পূর্ণ/আংশিক অনাদায়ী থাকলে তার ওপর রেয়াতি সুদ হার প্রযোজ্য হবে না। সেক্ষেত্রে ঋণ বিতরণের তারিখ হতে ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত স্বাভাবিক সুদ হার প্রযোজ্য হবে।

ঙ) ব্যাংকসমূহ রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত ঋণ আদায়/সমন্বয়ের পর ঋণ হিসাবসমূহের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট অর্থবছর সমাপ্তির এক মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট ৪% হারে সুদ ক্ষতিপূরণের আবেদন পেশ করবে। দাখিলকৃত দাবীসমূহের ন্যূনতম ১০% ঋণ নথি সরেজমিনে যাচাই এর ভিত্তিতে প্রাপ্য সুদ ক্ষতি পূরণের পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংক তার নিজস্ব হিসাব হতে ব্যাংকসমূহকে সুদ ক্ষতির অর্থ পরিশোধ করে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে তা পুনর্ভরণের ব্যবস্থা করবে। কোনো ঋণ হিসাবে ৪% সুদ হারের অতিরিক্ত সুদ আদায় করা হলে উক্ত ঋণ হিসাব সুদ ক্ষতি পুনর্ভরণের জন্য বিবেচিত হবে না।

চ) এতদ্ব্যতীত, এ বিভাগ কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালায় বর্ণিত অন্যান্য সাধারণ নির্দেশাবলী লবণ চাষে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

উপরোক্ত নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

সংযুক্তিঃ ১ (এক)।

(মোঃ আবুল কালাম আজাদ)
পরিচালক (এসিডি)
ফোনঃ ৯৫৩০১৩৮

উপকূলীয় এলাকায় লবণ চাষের ঋণ নিয়মাচার

(একর প্রতি ব্যয়)

খরচের খাত	পলিথিন ক্রয়	পানি উত্তোলন খরচ (মেশিন ভাড়া, তেল খরচ এবং মজুরীসহ)*	মজুরী	জমির ভাড়া (সর্বোচ্চ)**	বাঁধ নির্মাণ ও অন্যান্য খরচ	মোট (সর্বোচ্চ)
টাকার পরিমাণ	১৭,০০০	১০,০০০	৬৬,৫০০	৫০,০০০	১০,০০০	১,৫৩,৫০০

ঋণ বিতরণ ও পরিশোধকাল

ঋণ বিতরণকাল		পরিশোধসূচী
নভেম্বর মাস থেকে	পরবর্তী বছরের মে মাস পর্যন্ত	ঋণ বিতরণের মাস হতে সর্বোচ্চ ১২ মাসের মধ্যে

* ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখা ঋণ মঞ্জুরীর সময়ে পানি উত্তোলন খরচ বিবেচনায় নেওয়ার ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে এর প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

** নিজস্ব মালিকানাধীন জমিতে লবণ চাষের ক্ষেত্রে জমির ভাড়া প্রযোজ্য হবে না।